অস্থির এই ফেব্রুয়ারির কয়েকটি কবিতা

পার্থ রায়

২১।০২।২০০২৬

৫এ, খলিসা কোটা পল্লী, কোলকাতা ৭০০০৫১

বাংলারাম মাহাত

যে রাম ক্ষুধার্তের
যে রাম ক্লান্ত পথিকের
যে রাম পথক্লান্তের
যে রাম পথভ্রষ্টের
যে রাম পথকষ্টের
আমি সৈ রামের

যে রাম আহার ও পানীয়
যে রাম পাইস ও পেটচুক্তি
যে রাম ভাত ও রুটি
যে রাম আমিষ ও নিরামিষ
আমি সৈ রামের

যে রাম রামগঙ্গার (জেলে)
যে রাম শ্রীরামপুরের (ছেলে)
যে রাম গঙ্গারামপুরের (চাষা)
যে রাম রামপুরহাটের (ভাষা)

যে রাম দুখিরাম
যে রাম ভিতুরাম
যে রাম ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া
যে রাম রামশয়তান,
যে রাম ভুতের মুখে রাম রাম
আমি সৈ রামের

যে রাম ভোলে রামভোলা
যে রাম বকে রামবকা
যে রাম ঠকে রামঠকা
যে রাম শহরের পথে পথে গেঁয়ো   হাঁদারাম
যে রাম ধার বাকিতে খেয়ে খেয়ে ভোঁদারাম
যে রাম খেটে খেটেও খিদেয় জ্বলে, বোকারাম!
যে রাম নিজের জীবন দিয়েও শেষাবধি ক্ষার খেয়ে খুদিরাম

যে রাম রামধোলাই খেয়ে বারবার উঠে দাঁড়ায়
আমি সৈ রামের

আমি তুলসির সেই রামচরিত যা সরোবরের মতো শান্ত
আমি সৈরনের রাম
আমি হিংস্রতার বিরাম

আমি হারিয়ে যাওয়া রাম
আমি হারিয়ে যাওয়া ভারতবর্ষ

মুরোদ থাকলে,
দেশ গাঁয়ের পথে পথে আমায় খুঁজে বার করো।

একটি প্রাক্তন উপনিবেশের পিতামাতার কর্তব্য

টিকা।
পাঁচ বছর হতে না হতেই।
সুলক্ষণযুক্ত শিশুদের জন্য পিতামাতার কর্তব্য।

সুতরাং হে পদ্মলোচন ও প্রতিপালক পিতামাতা, বেশি দেরি না করেই খুব বেশি
ঢোঁক না গিলেই ঠেলে তুলুন ওকে ঠেসে ধরুন দ্রুত ধাবমান
কোনো স্কুলভ্যানের গায়ে।
(সাবধান! দেখবেন যেন লেখা থাকেঃ সেন্ট পলস চার্চ দ্বারা পরিচালিত) নইলে
বয়স বাড়লে ওকে ঘুঘুডাঙার পথে পায়ে হেঁটে বাজার করতে হবে আর অবিরাম
পাশ দিতে হবে
লাল মারুতিদের। সুতরাং সময় থাকতে...
সুতরাং সময় থাকতে ওকে রক্ষা করুন আর হাতের শিরায় গুঁজে দিন
মদিরেক্ষণ মদ যাতে খুব দ্রুত
ও হয়ে ওঠে বেধড়ক বেদজ্ঞ
আর সারাজীবনের জন্য শিখে ফেলে:

১। আমরণ জামার ক্রিজ সামলানো
২। কাঁধ ঝাঁকানো
৩। অঙ্ক খাতায় সহপাঠিনীর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া যৌন জোক
৪। খ্যাক খ্যাক করে হেসে ওঠা

৫। আর বলাঃ ফাক ইট!
আর পড়া: ফাক ইট!
আর দেখা: ফাক ইট! ফাক ইট!
৬। আর চিবুতে চিবুতে দাঁতের ফাঁক দিয়ে ছেড়ে দেওয়া পিতা মাতার শখ
- 'ফ্লুয়েন্সি ইন ইংলিশ'

আহা কি অবিরাম

যেন নর্দমার মুখে জলোচ্ছ্বাস!

আধখানা বাংলায়

দ্বিজাতির নামে টুকরো বাংলা
তবুও বাংলা দেশ
ধর্মের গুড়ে সিন্নি বানাতে
হলো মাখাসন্দেশ।

বাংলাই তার সুস্থবুদ্ধি
বাংলাই পাগলামি !
অতোটা পাগল বাংলাভাষাকে
ভালোবেসেছি কি আমি ?

'সব ছেড়ে দিয়ে ফতুর হয়েছি
মুখেও লাগাবে তালা ?

ভাষাই আমার ত্রিপাদ জমিন
চিন্তা, আয়ুধশালা'।

'তাও কেড়ে নেবে বুলেটের মুখে?
তবে কেড়ে নাও প্রাণ।
তবু ছাড়বো না মুখের ভাষাটি,
আমি তার সন্তান'।

যদিও যুদ্ধ, তবুও যুদ্ধ
দেশদখলের নয়।
কন্ঠদখল প্রতিরোধ হবে,
তুচ্ছ মৃত্যুভয়।

কেউ বলেনিতো,উর্দু খারাপ!
খারাপ কি হয় ফুল?
কিন্তু সে ফুল গেলাতে চাইলে
গোল বাঁধে বিলকুল।

উর্দু কেবল অছিলামাত্র,
আসল লক্ষ্য ভূমি
আসলে লক্ষ্য শ্রমের গতর
আসল লক্ষ্য তুমি।

ধর্মের কলকব্জায় ঢাকা
ডাকাতি,দখলবাদ।
ভাষায় ছায়ায় রাষ্ট্রগঠন,
এই শেষ সংবাদ।

শেষ সংবাদ তবু শেষ নয়
হামলায় হামলায়
এ ভারত তবু ক্ষতবিক্ষত

আধখানা বাংলায়।

।।।।।

ভাব্য

ভাবতে বলছো, ভাববো,
তবু ভাবনার মতো ভাব্য

এই ওঠে, এই চিত্‌পাত।

নামতে বলছো, নামবো
তবু নামবার মতো নাব্য

কই খাল নদী সরোবর?

App থেকে app-এ তত্‌পর
ঢেউ তুলে আসে তথ্য

চিন্তা জগত্‌ জলভাত।

মগজের যতো পোকাদের
কারা এসে আর টোকা দেয়?

বুদ্ধির গোড়া নির্ঘুম।

ভাবছি কীভাবে ভাববো
কোনটি উচিত ভাব্য

মেধায় আমার, ভাতঘুম।

প্রসাদজীবি

দাও
শাহেন শাহের পা মোছা।
খাবো
হিন্দির হাতে সামোছা

আমি
আবা কাগজের ঘি খাই
আমি
আঁটিতেও বটে, কেজিতেও বটে
বিকাই।

বেঁধে
হিন্দুয়ানির টিকি
বেচি
বাঙালিয়ানার টিকিট
আমি
পর্ক খেতে গিয়ে রোমে
গলি ইসলাম প্রেমে

তবু
গোপন অঙ্গে অতি
পুষেছি
মোল্লা ভীতি

আমি বাংলায় শুরু
হ্যাংলায় শেষ
ডলারেই খুঁজি
মাখা সন্দেশ

মম লাজলজ্জার
নেই অবশেষ

আমি গাধার হৃদয়ে রাধা
আমি কুকুরের চেনে বাঁধা

আমি চাটুকারিতায় পাত চেটে দেখি

চাঁদ উঠেছিল গগনে।

জুতো

প্রথমে, সাদা পতাকা ওঠাও
তার পর কালো
তাতেও না হলে
জুতো ওঠাও।

প্রথমে, কবিতা রচনা কর
তার পর, গান বাঁধো
তাতেও না হলে
জুতো ওঠাও।

হাতে উঠুক
জুতো।

মাটি ছেড়ে আকাশে উঠুক জুতো।

ছোঁড়ো
পবিত্র জুতো জোড়া

দাঙ্গাবাজের মুখ লক্ষ্য করে।

ঝাঁক ঝাঁক পুরুষ মৌমাছির মতো আকাশ ভরে উড়তে থাকুক

শান্তিপ্রিয় মানুষের
জুতো।

বাঙ্গালাদুমপা

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
বাজনা বাজে কিসের?
রাম রহিমের অজ পাড়াগাঁ
শিব হয়েছে বিষে।

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
শিব খেয়েছে বিষ
ভাতের থালায় জাতের ঝগড়া
চলছে অহর্নিশ।

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
বর্গি এলো দেশে
জ্বালিয়ে ইতিহাসের পাতা
নেচেছি অক্লেশে

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
ঘুল ঘুলিতে সাপ
সকাল বেলায় নাচন কোঁদন
বিকালে সন্তাপ।

চুলবুলিতে উঠল জ্বলে
রাম রহিমের পাড়া
বসু ধৈব কুটুম্বকম

কুটুম ছাড়ে পাড়া।

রামের নামে মানুষ খুন
শ্যামের ঘাড়ে পা
হনুমানের ভজন গাইছে
বাঙ্গালাদুমপা।

আয় হাঁস,চই চই
খামচি দিয়ে গ্রামশী পড়ি
হ্যাচরপ্যাচর মার্কস
লেনিন পড়ে ঘুম পেয়ে যায়
বিপ্লবী আগমার্ক
বাংলা কিতাব আলমারিতে
ইংরেজিটা কৈ?
হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথ
তাই বা পড়ি কৈ?

কথায় কথায় তপ্ত বালি
ফুটছে কথার খৈ।
হাতফেরতা হাঁস পুষেছি
আয় হাঁস, চই চই!
ভুল বয়ানে ভুল বয়ানে
ফুটছে কথার খৈ!
কে শত্তুর কে মিত্তির
বুঝতে রাজি নই।
বুদ্ধি আমার অনেক বটে
কতকটা হৈচৈ।

একলা গ্রহ হায় পৃথিবী
তার কথা কি কই!
ভারত জুড়ে কাঁদছে মানুষ
তার কথা কি কই!

শীতের লাল সোয়েটার

শীত পড়েনি এই অভিমানে
শীতের লাল সোয়েটারটা
পুড়িয়ে ফেলবেন না।

হিরন্ময় এক শীত
এই পৃথিবীতে একদিন
আবার আসবে।

ঠিক আসবে।

তখন লাল সোয়েটার গায়ে দিয়ে
সকলেই

বই পড়তে বসবে।